দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 OCT 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

সমন্বয়হীনতার শিকার হচ্ছে ভর্তিচ্ছুরা

মো. সফিউল আলম প্রধান

২০১৬ সালের এইচএসসিতে পাস করেছেন ১২ লাখ ৩ হাজার ৬৪০ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ৫৮ হাজার ২৭৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন। অথচ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন রয়েছে মাত্র ৪৫ হাজারের মতো। এ ছাড়া মেডিকেল ও ডেন্টালে প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসন রয়েছে ৪ হাজার ৩০০। সব মিলে এ বছর জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরাই এসব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। এছাড়া দ্বিতীয় দফায় ভর্তি পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী। সুতরাং এইচএসসি পাস করা সকল শিক্ষার্থী ভালো মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবেন না এটা নিশ্চিত। আর এমন একটি পরিস্থিতিতে যদি খোদ ইউজিসির সমন্বয়হীনতা কিংবা দায়িত্বহীনতার জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ না পান, তাহলে সেটা অমানবিক।

এ বছর বেশ কিছু শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির তারিখ এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে শিক্ষার্থীরা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলে অন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। যেমন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা হবে ১৯ থেকে ২৭ নভেম্বর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ থেকে ২৪ নভেম্বর, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬ নভেম্বর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ থেকে ২৮ নভেম্বর, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ থেকে ১৯ নভেম্বর, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ নভেম্বর এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ নভেম্বর। এখানে প্রায় ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তারিখ একই দিন বা কাছাকাছি। আবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অক্টোবরের ২৩ থেকে ৩১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অক্টোবরের ২৩ থেকে ২৭ তারিখ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ও 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষা যথাক্রমে অক্টোবরের ২১ ও ২৮ তারিখ, রুয়েট ২৬ অক্টোবর, বুয়েট ২২ অক্টোবর, কুয়েট ২৮ অক্টোবর। এখানেও ৬টি প্রথম সারির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ কেউ যদি ২৩ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয় তাহলে তাকে একই দিনে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যদিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নভেম্বরের ৩ থেকে ৫ তারিখ, চুয়েট ৫ নভেম্বর এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ থেকে ৭ নভেম্বর। এখানেও ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখের মধ্যে খুব একটা ব্যবধান নেই। এর ফলে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলে পছন্দের অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এছাড়াও দেখা গেছে, যে, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তারিখ কাছাকাছি হওয়ায় একটায় পরীক্ষা দিয়েই ৩০০-৪০০ কিলোমিটার দূরে থাকা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ কিংবা সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউজিসির। ইউজিসি যথাযথ পদক্ষেপ নিলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে পরামর্শ করে তারিখ নির্ধারণ করলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না।

কেন্দ্রীয়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি বিশ্বের অনেক দেশেই রয়েছে, এমনকি বাংলাদেশে বর্তমানে মেডিকেল কলেজগুলো সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে থাকে। যাতায়াত সমস্যা, অধিক শিক্ষার্থী ও আর্থসামাজিক দিকগুলো বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় পদ্ধতিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বাধীনভাবে পরীক্ষা নেওয়ার অধিকার আছে। তবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তির বিষয়টিও গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত পরীক্ষা পদ্ধতি অতিদ্রুত চালু করতে না পারলেও অন্তত পক্ষে দেশের ৩৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমন্ডলী সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় রুটিন এমনভাবে করতে পারেন, যাতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা ভোগান্তির শিকার না হন এবং একজন শিক্ষার্থী যোগ্যতা অনুযায়ী তার পছন্দের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বা সব বিষয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়